## اَلْحِجَابُ বা পর্দার ও اَلسِّتْرُ বা সতরের প্রকৃত বিধানঃ-পৃষ্ঠা নং ৪১ থেকে ৪৪ পৃষ্ঠা ও بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করার (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করার) পদ্ধতিঃ পৃষ্ঠা নং ৪৪৫ থেকে ৫০ পৃষ্ঠা

নবী-রাসুল আলাইহিমুসসালামগণের, তাঁর সাহাবীগণের এবং وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ-ওআরাছাতুল আম্বিয়া (নবীগণের ওআরিছ )গুণসম্বলিত আলিগণের اَلْحِجَابُ বা পর্দার বিধান:

আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার মহান স্ত্রীগণ তথা উম্মুল মুমিনিনগণের পর্দার স্বরূপঃ

ইসলামে নারীদের জন্য অনুমোদিত اَلْحِجَابُ বা পর্দার ধিান মেনে চলা ফরজ । ইসলামে اَلْحِجَابُ বা পর্দার সঠিক বিধান কোনটি তা নিয়ে এখন পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ তাআ'লা । ইসলামে পর্দার বিধান বা পর্দার আদেশ পালন ও বাস্তবায়ন আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার মহান স্ত্রীগণ তথা উম্মুল মুমিনিনগণের(রাদিআল্লাহ আনহুন্না) মাধ্যমেই প্রথম শুরু হয়। পর্দার বিষয়ে পবিত্র কুরআনে মোট ছয়টি আয়াত অবতীর্ণ হয় ।পর্যায়ক্রমে তা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

(১ নং ক্রমিক) পবিত্র কুরআনের সুরা আহযাবের ৫৩ নং আয়াতের একটি অংশঃ

وَإِذا سَأَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْ هُنَّ مِنْ وَرَآءِ حِجَابٍ ـ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ ـألأية (53) سورة الأحزاب

অর্থঃ- যখন তোমরা তাঁদের (নবী-পত্নীদের)নিকট কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে , এটা তোমাদের অন্তরের জন্যে ও তাঁদের অন্তরের জন্যে অধিকতর পবিত্রতার কারণ । সুরা আহযাব,আয়াত নং-৫৩ ।

(২ নং ক্রমিক) পবিত্র কুরআনের সুরা আহযাবের ৩৩ নং আয়াতের একটি অংশঃ

وَقَرْنَ فِى بُيُوْتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلَى ـ - (33) سورة الأحزاب

অর্থঃতোমরা (নবী-পত্নীগণ) ঘরেই অবস্থান কর আর তোমরা প্রাথমিক মুর্খতার যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে সজ্জিত করে প্রদর্শন করো না ।সুরা আহযাব, আয়াত নং-৩৩ ।

(৩ নং ক্রমিক) পবিত্র কুরআনের সুরা আহযাবের ৩২ নং পূর্ণ আয়াতঃ

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِى قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوْفًا ـ(32)سورة الأحزاب ـ

অর্থঃ হে নবীপত্নীগণ ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও ; যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, পরপুরুষের সাথে কোনল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না, ফলে সেই ব্যাক্তি কুবাসনা করে, যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে । তোমরা সঙ্গত কথা বলবে, সুরা আহযাব,আয়াত নং-৩২ ।

(৪ নং ক্রমিক) পবিত্র কুরআনের সুরা আহযাবের ৫৯ নং পূর্ণ আয়াতঃ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ ـ ذَلِكَ أَدْنَ أَنْ يُّعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ - وَكَانَ اللهُ غَفُوْرًارَّحِيْمًا ـ(59) سورة الأحزاب

(৫ নং ক্রমিক) ছুরা নূরের ৩০ নং আয়াত- قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنِ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ـ (30)অর্থঃ- হে নবী! আপনি মুমিন পুরুষদেরকে বলে দিন তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে । سورة النُّوْرِ

(৬ নং ক্রমিক) ছুরা নূরের ৩১ নং আয়াত (31) سورة وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ - النُّوْرِ

অর্থঃ-এবং হে নবী! আপনি মুমিন মহিলাদেরকে বলে দিন তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে । ছুরা নূর, আয়াত নং- ৩১ ।

উপরে (১ নং ক্রমিক) ক্রমিকে বর্ণিত পবিত্র কুরআনের সুরা আহযাবের ৫৩ নং আয়াতের অংশ বিশেষের পর্দার প্রথম নির্দেশনামা শুধু আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার মহান স্ত্রীগণ তথা উম্মুল মুমিনিনগণের(রাদিআল্লাহ আনহুন্না) বেলায়ই প্রযোজ্য । সেই জন্যেই যখনই পবিত্র কুরআনের সুরা আহযাবের ৫৩ নং আয়াত [1] অবতীর্ণ হল তখনই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কিছু কাপড়ের টুকরা নিয়ে দরজার উপরে লাগিয়ে দিয়ে পর্দার আদেশ তাৎক্ষণিক বাস্তবায়ন করে ফেলেন। দরজা-জানালায় এইরূপ কাপরের টুকরা আটকে বা লাগিয়ে দেওয়ার নাম হচ্ছে "পর্দা" । উপরোক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে প্রয়োজনের তাকিদে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সাহাবীগণ নবী-পত্নীদের সাথে সরাসরি কথা-বার্তা বলতেন । কিন্তু অত্র আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রক্তসম্পর্কীয় আত্নীয় ব্যতীত অন্য কাহারো জন্যে নবী-পত্নীদের সাথে আর পূর্বের মত সরাসরি কথা-বার্তা বলার অনুমতি থাকলনা । ফলে পরবর্তীতে কেহই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার মহান স্ত্রীগণ তথা উম্মুল মুমিনিনগণের (রাদিআল্লাহ আনহুন্না) সাথে পর্দার আড়াল ব্যতীত সরাসরি কথা-বার্তা বলেন নি । অত্র আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর সাহাবীগণকে (রাদিআল্লাহু আনহুম) তাঁদের স্ত্রীদের বেলায় নবী-পত্নীদের অনূরূপ পর্দা করার আদেশ দেন নি ।

উপরে (২ নং ক্রমিক) ক্রমিকে বর্ণিত পবিত্র কুরআনের সুরা আহযাবের ৫৪ নং আয়াতের অংশ বিশেষের পর্দার দ্বিতীয় নির্দেশনামাও শুধু আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার মহান স্ত্রীগণ তথা উম্মুল মুমিনিনগণের (রাদিআল্লাহ আনহুন্না) বেলায়ই প্রযোজ্য । সেই জন্যেই যখনই পবিত্র কুরআনের সুরা আহযাবের ৫৪ নং আয়াত [2] অবতীর্ণ হল তখন থেকে নবী-পত্নীগণ ঘরেই অবস্থান করছেন। বিনা প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হতেন না । অত্র আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর সাহাবীগণকে (রাদিআল্লাহু আনহুম) তাঁদের স্ত্রীদের বেলায় নবী-পত্নীদের অনূরূপ ঘরে অবস্থানের নির্দেশ বা আদেশ দেন নি । কিন্তু সাহাবীগণ(রাদিআল্লাহু আনহুম) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার দেখাদেখি নিজেরাও তাঁদের স্ত্রীদের বেলায় নবী-পত্নীদের অনূরূপ পর্দা করা শুরু করে দেন । উপরে বর্ণিত (১ নং ক্রমিক) ও(২ নং ক্রমিক) ক্রমিকে বর্ণিত পবিত্র কুরআনের নির্দেশের পর নবী-পত্নীগণ তাঁদের মুখ-মন্ডল,হাত-পা কোন বেগানা পুরষদের সামনে খুলেন নি এবং কোন বেগানা পুরষ তাঁদের মুখ-মন্ডল,হাত-পা খোলা অবস্থায় দেখেন নি । কারণ, উপরে বর্ণিত (১ নং ক্রমিক) ও (২ নং ক্রমিক) ক্রমিকে বর্ণিত পবিত্র কুরআনের নির্দেশ [3] মোতাবেক তাঁরা

---

[1] >>(("   سورة(53) ـألْأية وَقُلُوْبِهِنَّ لِقُلُوْبِكُمْ أَطْهَرُ ذَلِكُمْ ـ حِجَاب وَرَآءِ مِنْ هُنَّ فَسْئَلُوْ مَتَاعًا سَأَلْتُمُوْهُنَّ وَإِذا الأحزاب অর্থঃ- যখন তোমরা তাঁদের (নবী-পত্নীদের)নিকট কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে , এটা তোমাদের অন্তরের জন্যে ও তাঁদের অন্তরের জন্যে অধিকতর পবিত্রতার কারণ. সুরা আহযাব, আয়াত নং-৫৩ "))<<

[2] >> ((" سورة الأحزاب (34)ـ الْأُوْلَى الْجَاهِلِيَّةِ تَبَرُّجَ تَبَرَّجْنَ وَلاَ بُيُوْتِكُنَّ فِى وَقَرْنَ " (অর্থঃ "তোমরা (নবী-পত্নীগণ) ঘরেই অবস্থান কর আর তোমরা প্রাথমিক মুর্খতার যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে সজ্জিত করে প্রদর্শন করো না। সুরা আহযাব, আয়াত নং-৩৩") <<

[3] (১ নং ক্রমিক) পবিত্র কুরআনের সুরা আহযাবের ৫৩ নং আয়াতের একটি অংশঃ
وَإِذا سَأَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْ هُنَّ مِنْ وَرَآءِ حِجَابٍ ـ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ ـألْأية (53)سورة الأحزاب ـ
অর্থঃ- যখন তোমরা তাঁদের (নবী-পত্নীদের)নিকট কিছু চাইলে পর্দার

ঘর থেকে বের না হওয়ায় কোন পুরুষই তাঁদেরকে দেখেই নি । কজেই, নবী-পত্নীদের মুখ-মন্ডল,হাত-পা খোলা অবস্থায় দেখার প্রশ্নই আসে না ।

এটা এই জন্য যে, আম্বিয়া আলাইহমুসসালামগন হচ্ছেন উচ্চস্তর জন । তাঁরা হচ্ছেন তাঁদের উম্মতের জন্য অনুসরনীয় মহান আদর্শ । সেই জন্যে তাঁদের প্রতি মহান আল্লাহর আদেশও মহান এবং সু-উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন । তাঁদের স্ত্রীগণও সাধারণ মানুষের তুলনায় উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন হওয়ায় তাঁদের প্রতি মহান আল্লাহ তাআ'লার আদেশ-নিষেধও সাধারণ মানুষের তুলনায় ব্যাতিক্রম । পর্দাসম্পর্কীয় প্রথম ও দ্বিতীয় আদেশখানার উদ্দেশ্য হল এই যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উম্মুল মুমিনিন সম্মাণিত স্ত্রীগণের মুখ-মন্ডল,হাত-পা বেগানা পুরুষদের নিকট খোলা নিষেধ এবং বেগানা পুরুষদের প্রতি দৃষ্টি পাত করাও নিষেধ ।যেমন হাদিস শরীফে আছে-

عَن أُمِّ سَلَمَةَ صلي الله عليه وسلم وَعِندهُ مَيْمُوْنَةُ فَأَقْبَلَ أُمُّ مَكْتُوم وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ قَالَتْ كُنْتُ عِندَ النَّبِيِّ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم " اِحْتَجِبَا مِنْهُ " فَقُلْنَا يَا رسول الله ، أَلَيْسَ أَعْمَى لاَ يُبْصِرُنَا وَ لاَ يَعْرِفُنَا فَقَالَ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم " أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ ": أبو داود 4112)-

অর্থঃ-হযরত উম্মে সালমা (রাদিআল্লাহ আনহা ) থেকে বর্ণিত (তিনি বলেন), আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট ছিলাম এবং মায়মুনাও ছিল । এমনি সময় ইবনু উম্মে মাকতুম এসে পড়ল । এটা পর্দার নির্দেশের পর ছিল , অতপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন " তোমরা তার থেকে পর্দা কর", আমরা বললাম, ইয়া রাসুলুল্লাহি ! সে কি অন্ধ নয় ? সে তো আমাদেরকে দেখে না এবং চিনে না । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন, " তোমরা কি অন্ধ ? তোমরা কি তাকে দেখ না ?

আবু দাউদ শরীফ,হাদিস শরীফ নং-৪১১২।

সেই জন্যে পর্দাসম্পর্কীয় প্রথম আদেশখানা সাধারণ মুমিন-মুসলিম মানুষের বেলায় প্রযোজ্য নয়, দ্বিতীয় আদেশখানা প্রযোজ্য ।

তবে, হা ! কোন মুমিন- মুসলিম যদি আম্বিয়া আলাইহমুসসালামগণের সু-উচ্চ মহান আদর্শের উপর অধিষ্ঠিত থেকে وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ-ওআরাছাতুল আম্বিয়া (নবীগণের ওআরিছ )গুণসম্বলিত "আলিম" হতে পারেন তা হলে হয়ত তিনি উপরে বর্ণিত (১ নং ক্রমিক) ও (২ নং ক্রমিক) ক্রমিকে বর্ণিত পবিত্র কুরআনের পর্দাসম্পর্কীয় প্রথম ও দ্বিতীয় আদেশখানা>> মোতাবেক তিনি তার স্ত্রীকে পর্দার আদেশ দিতে পারেন। কিন্তু বর্তমান জগতে "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণের মধ্যে আম্বিয়া আলাইহমুসসালামগণের সু-উচ্চ মহান আদর্শের উপর অধিষ্ঠিত থেকে وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ-ওআরাছাতুল আম্বিয়া (নবীগণের ওআরিছ )গুণসম্বলিত "আলিম" হয়েছেন এমন গুণসম্পন্ন আলিম পাওয়া খুবই দুস্কর । সাধারণ আলিম-উলামা অসংখ্য । মুসলিম সমাজে এদের অভাব নেই । তবে, خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلاَثَة " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" অন্তর্ভূক্ত সাহাবীগণ (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ ও

---

আড়াল থেকে চাইবে , এটা তোমাদের **অন্তরের জন্যে ও তাঁদের অন্তরের জন্যে অধিকতর পবিত্রতার কারণ । সুরা আহযাব,আয়াত নং-৫৩ ।**

(২ নং ক্রমিক) পবিত্র কুরআনের সুরা আহযাবের ৩৩ নং আয়াতের একটি অংশঃ

وَقَرْنَ فِى بُيُوْتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلَى - - (33) سورة الأحزاب

অর্থঃতোমরা (নবী-পত্নীগণ) ঘরেই অবস্থান কর আর তোমরা প্রাথমিক মুর্খতার যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে সজ্জিত করে প্রদর্শন করো না ।সুরা আহযাব, আয়াত নং-৩৩ ।

তাবে'- তাবেঈনগণ আম্বিয়া আলাইহমুসসালামগণের সূ-উচ্চ মহান আদর্শের উপর চলেছেন বিধায় পর্দাসম্পর্কীয় প্রথম আদেশখানা তাঁরা তাঁদের স্ত্রীগণকে দিয়েছেন । এইরূপ বিধান আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পর একমাত্র তাঁদের বেলাই প্রযোজ্য। وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ- ওআরাছাতুল আম্বিয়া (নবীগণের ওআরিছ ) গুণসম্বলিত "আলিম" সম্পর্কে জানতে পৃষ্ঠা নং-৪১৪ দেখুন)।

## সাধারণ মুমিন- মুসলিমগণের اَلْحِجَابُ বা পর্দার স্বরূপঃ

মহিলাদের মুখ, হাত ও পা খোলা রেখে পুরো শরীর ঢেকে [4] (Footnote) চলা ফেরা করা

---

[44] (Footnote) (মহিলাদের মুখ, হাত ও পা খোলা রেখে পুরো শরীর ঢেকে রাখার নাম اَلسِتْرُ বা সতর বলে, এটা মহিলাদের জন্য ফরজ, এটাকে اَلْحِجَابُ বা পর্দা বলে না, ঘরের দরজা বা জানালাতে কাপড় আটকে দেওয়ার নাম اَلْحِجَابُ বা পর্দা, اَلْحِجَابُ বা পর্দার বিধান অবতরনের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ঘরের দরজাতে কাপড় আটকে বা কাপড় লাগিয়ে তাই করেছেন, এই اَلْحِجَابُ বা পর্দার ভিতরে অবস্থান করাই নবী-পত্নীদের জন্য ফরজ ছিল এবং এই اَلْحِجَابُ বা পর্দার আড়ালে শালিনতা বজায় রেখে বেগানা পুরষদের সাথে কথা-বার্তা বলাই নবী-পত্নীদের জন্য اَلشَّرِيْعَةُ তথা আইন ছিল ।

(১) বর্তমান জগতে "اَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত কতক নিকৃষ্ট মুসলিম আলিম-উলামাগণ বা সাধারণ মুমিন-মুসলিমগণ আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার বাস্তবায়নকৃত اَلْحِجَابُ বা পর্দাকে اَلْحِجَابُ বা পর্দা বলেনা, নিজেদের বানানো নিয়মকে اَلْحِجَابُ বা পর্দা বলে, اَلْحِجَابُ বা পর্দার আড়ালে শালিনতা বজায় রেখে বেগানা পুরষদের সাথে কথা-বার্তা বলা থেকে তারা তাদের স্ত্রীদেরকে বারন করে থাকে, এটাকে তারা اَلْحِجَابُ বা পর্দা বলে এবং ক্রেডিট মনে করে ও গর্ব বোধ করে, বাস্তবে এটা اَلْحِجَابُ বা পর্দা নয় এবং এটা ক্রেডিট বা গর্বের বিষয়ও নয়, তারা নবী-পত্নীদের اَلْحِجَابُ বা পর্দার আড়ালে শালিনতা বজায় রেখে বেগানা পুরষদের সাথে কথা-বার্তা বলার বিষয়টি এবং তাঁদের থেকে সাহাবীকেরামগণ(রাদিআল্লাহ আনহুমগণ) আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার অনেক হাদিস শরীফ শ্রবন করার বিষয়টিও "اَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত কতক নিকৃষ্ট মুসলিম আলিম-উলামাগণ বা সাধারণ মুমিন-মুসলিমগণ আমলে নেয়নি, এতে প্রমাণ হয় যে, "اَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত কতক নিকৃষ্ট মুসলিম আলিম-উলামাগণ বা সাধারণ মুমিন-মুসলিমগণ নিজেদেরকে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার চাইতে, নবীর স্ত্রীগণের চাইতে এবং সাহাবাকেরামগণ (রাদিআল্লাহ আনহুমগণের) চাইতে বেশী পরহেজগার, জ্ঞাণী-গুণী ও উত্তম লোক মনে করে থাকে (نَعُوْذُ بِاللهِ) । তা না হলে যেইটা اَلْحِجَابُ বা পর্দা নয় তারা সেইটাকে اَلْحِجَابُ বা পর্দা বলে কেন আর যেইটা اَلْحِجَابُ বা পর্দা তারা সেইটাকে اَلْحِجَابُ বা পর্দার বরখেলাপ বলে কেন ?, এইভাবে তারা মুসলিম মানুষকে বিশেষকরে সাধারণ অজ্ঞ মুসলিম মানুষকে ধোকা দিচ্ছে, অথচ মহান আল্লাহ তাআ'লা اَلْحِجَابُ বা পর্দার আড়ালে শালিনতা বজায় রেখে বেগানা পুরষদের সাথে কথা-বার্তা বলাই নবী-পত্নীদের জন্য اَلشَّرِيْعَةُ তথা আইন করে দিয়েছেন যাতে করে মুসলিম মানুষ তাদের থেকে ধর্মীয় বিষয়ে জ্ঞানমূলক শিক্ষা ও উপকার লাভ করতে পারে । যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার স্ত্রীগণের ব্যাপারে উপরে (৩ নং) ক্রমিকে বর্ণিত আয়াতে মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوْفًا(32)—سورة الأحزاب

হে নবীপত্নীগণ ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও ; যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, পরপুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না, ফলে সেই ব্যক্তি কুবাসনা করে, যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে । তোমরা সঙ্গত কথা বলবে, সুরা আহযাব,আয়াত নং-৩২ । এই আয়াতে কারিমাতে আল্লাহ তাআ'লা নবীর স্ত্রীগণকে-নবীপত্নীদেরকে اَلْحِجَابُ বা পর্দার আড়ালে শালিনতা বজায় রেখে বেগানা পুরষদের সাথে কথা-বার্তা বলার বিষয়টি সংকীর্ণতা ও সীমাবদ্ধতামুক্ত করে দিয়েছেন । তবে, পর্দা হিসেবে নয় বরং নিরাপত্তার স্বার্থে اَلْحِجَابُ বা পর্দার আড়ালে শালিনতা বজায় রেখেও বেগানা পুরষদের সাথে কথা-বার্তা **বলা থেকে তারা তাদের স্ত্রীদেরকে বারন করতে পারেন । এতে কোন দোষ নেই । তবে, ""اَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি)**

**তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিম আলিম-উলামাগণের মধ্যে বা সাধারণ মুমিন-মুসলিমগণের মধ্যে যারা এই কাজটি করে থাকেন তারা "ٱلْحِجَابُ বা পর্দা এবং নিরাপত্তার স্বার্থের" কথাটির মধ্যকার পার্থক্যটি কি তা জনসমুক্ষে ভালভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে এবং এটা করা তাদের জন্য উচিৎ ।**

## بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করার (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করার)

## পদ্ধতিঃ

(২) প্রারম্ভিক কথাঃ "أَرْذَلُ الْقُرُوْن " (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত এমন কতক নিকৃষ্ট আলিম-উলামাও রয়েছেন যারা মহিলা মুসলিম মানুষগণের بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করেনা (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করেন না), মহিলা মুসলিম মানুষগণকে بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ না করাকে (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ না করাকে) তারা ٱلْحِجَابُ বা পর্দা মনে করে, বাস্তবে এটা أَيَةُ النِّسَاء (আয়াতুননিসা) বা মহিলাদের আয়াতসম্বলিত পবিত্র কুরআনের সুরা মুমতাহিনার ১২ নং আয়াতের পূর্ণ বিরোধী ও পরিপন্থী । সুরা মুমতাহিনার ১২ নং আয়াতকে أَيَةُ النِّسَاء (আয়াতুননিসা) বা মহিলাদের আয়াত বলে, মুসান্নাফু আব্দিররাজ্জাক, হাদিস নং-৯৮১৮ । এই أَيَةُ النِّسَاء (আয়াতুননিসা) বা মহিলাদের আয়াতের শর্তাবলীর উপর ভিত্তি করে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা মহিলা মুসলিমদেরকে بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করতেন(প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করতেন) । পরবর্তীতে أَيَةُ النِّسَاء (আয়াতুননিসা) বা মহিলাদের আয়াতের মর্মার্থনুযায়ী পুরষ মুসলিমদেরকেও আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করতেন(প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করতেন) । হাদিস শরীফেরসাথে সমন্বয় করে أَيَةُ النِّسَاء (আয়াতুননিসা) বা মহিলাদের আয়াতসম্বলিত পবিত্র কুরআনের সুরা মুমতাহিনার ১২ নং আয়াতখানা নিম্নে দেওয়া হলঃ----------

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ **رسول الله صلي الله عليه وسلم كَانَ يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ بِهَذِهِ الْآيَةِ بِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى** (((يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لاَ يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِيْنَ وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلاَدَهُنَّ وَلاَ يَأْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِيْنَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلاَ يَعْصِيْنَكَ فِى مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْلَهُنَّ ـإِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ ـ سورةالممتحنة (12))) قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ : قَالَتْ عَائِشَةُ :فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ **مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ قَالَ لَهَا رسول الله صلي الله عليه وسلم: قَدْ بَايَعْتُكِ كَلاَمًا ، وَلاَ وَاللهِ مَامَسَّتْ يَدُهُ يَدَ إِمْرَأَةٍ قَطُّ فِى الْمُبَايَعَةِ مَا بَايَعَهُنَّ إِلاَّ بِقَوْلِهِ : قَدْ بَايَعْتُكِ عَلَى ذَلِكِ** ــ مسند أحمد **(26967)**

অর্থঃ হযরত উরওয়া বিন যুবাইর_(রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার স্ত্রী আয়িশা(রাদিআল্লাহ আনহা) তাকে(হযরত উরওয়া বিন যুবাইর রাদিআল্লাহ আনহুকে) জানাইয়াছেন যে, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর নিকট যেই সমস্ত মহিলা মুমিন হিজরত করে আসত তাদেরকে আল্লাহর বাণী এই আয়াত দিয়ে পরীক্ষা করতেন (((“হে নবী ! ঈমানদার নারীরা আপনার কাছে এসে আনুগত্যের بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ করে(প্রচলিত ভাষায় মুরিদ হতে আসে এই উদ্দেশ্যে) যে, তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না,চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না,জারজ সন্তানকে স্বামীর ঔরস থেকে আপন সন্তান বলে মিথ্যা করবে না এবং ভাল কাজে আপনার অবাধ্যতা করবে না, তখন তাদের আনুগত্যের بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করুন(প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করুন)”।সুরা মুমতাহিনা, আয়াত নং-১২ ))) হযরত উরওয়া বিন যুবাইর (রাদিআল্লাহ আনহু) বলেন: হযরত আয়িশা(রাদিআল্লাহ আনহা) বলেছেন: মুমিন মহিলাদের মধ্যে যে এই শর্ত স্বীকার করে নিত তাকে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলতেন : “আমি তোমাকে কথার মাধ্যমে بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করে নিলাম” , আল্লাহর শপথ ! যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি তাদের بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করতেন بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথের মধ্যে “ আমি তোমাকে بَيْعَةُ (বাইআ'ত) **বা শপথ গ্রহণ করে নিলাম” এই কথা ব্যাতীত কখনোই তাঁর হাত কোন মহিলার হাত স্পর্শ করেনি ।** মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৬৯৬৭+ মুসান্নাফু আব্দিররাজ্জাক, হাদিস নং-৯৮২৫,৯৮২৬,৯৮২৭ ।

পবিত্র কুরআনের সুরা মুমতাহিনার ১২ নং আয়াত মোতাবেক কোন আলিম-উলামা যদি মহিলা মুসলিম মানুষগণকে بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করাকে (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করাকে হারাম ও নাজায়িয মনে করলে তিনি মুসলিম থাকবেন কি? একটু চিন্তা করে দেখুন ।)

পুরুষ-মহিলা উভয়কেই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করতে বা (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ) হতে হয়েছে। কিন্তু উভয়ের بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করার বা (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ) হওয়ার পদ্ধতি এক রকম নয় । পুরুষ মুসলিমগণ আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার হাতে হাত রেখে بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করতে বা (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ) হতে হয়েছে আর মহিলা মুসলিমগণকে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা মৌখিক স্বীকৃতির মাধ্যমে بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করতেন বা (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ) করে নিতেন । কিন্তু কোন মহিলার হাত স্পর্শ করতেন না । যেমন এ ব্যাপারে উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফেরসাথে সমন্বয় করে পবিত্র কুরআনের সুরা মুমতাহিনার ১২ নং আয়াতখানাতে দেখানো হয়েছে । তবে, কোন কোন সময়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ব্যস্ততার কারনে তিনি নিজে মুসলিম নারীদেরকে بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করতে বা (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ) করতে অপরাগ হলে মুসলিম নারীদেরকে একটি কক্ষে বা একটি বাড়ীতে জড়ো করে যে কোন মহান সাহাবীর মাধ্যমে মুসলিম নারীদেরকে بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করার বা (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ) করার ব্যাবস্থা করতেন । بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করার (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করার) পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে বর্ণিত হাদিস শরীফসমূহে রয়েছে ।

আধুনিক সময়েও ।وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ-ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ গুণসম্বলিত বা খেতাব ভুষিত প্রকৃত আলিমের মর্যাদবান একজন কামিল উস্তাদ,শিক্ষক ও পীরও তাঁর ব্যস্ততার কারনে তিনি তাঁর কোন বিশেষ বিশ্বস্ত মুরিদের মাধ্যমে মুসলিম নারীদেরকে بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করার বা (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করার) ব্যাবস্থা করতে পারেন । কিন্তু ইসলামি শরীয়তের বৈধ ওজর ব্যাতীত মহিলা মুসলিমকে بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করা বা (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করা) থেকে বিরত থাকা হচ্ছেআমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার سُنَّةٌ (সুন্নাত) বা নিয়মের পরিপন্থী ।

بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করার বা (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করার) বিষয়ে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার سُنَّةٌ (সুন্নাত) বা নিয়ম হচ্ছে পুরুষ মুসলিমদেরকে । بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করার বা (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করার) পাশাপাশি মহিলা মুসলিমদেরকে । بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করা বা (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করা) । بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ কারী বা (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ কারী) যে কোন উস্তাদ, শিক্ষক ও পীর মুসলিম নারীদেরকে بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করতে বা (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করতে) অপছন্দ মনে করলে তার এই কাজটি আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার سُنَّةٌ (সুন্নাত) বা নিয়মের পরিপন্থী হওয়ায় তিনি নাকিস বা অপূর্ণ,অসম্পূর্ণ উস্তাদ, শিক্ষক ও পীর বলে গণ্য । তিনি কামিল উস্তাদ, কামিল শিক্ষক ও কামিল পীর নন । বাংলাদেশ ও ভারতে পীর বলতে সামাজিক প্রথা হিসেবে আধ্যাত্মিক শিক্ষক বুঝানো হয়ে থাকে । কিন্তু এ শব্দটি হচ্ছে ফারসি শব্দ । এর সঠিক শাব্দিক অর্থ হচ্ছে বৃদ্ধ । পরবর্তীতে পীর শব্দটির শাব্দিক অর্থের সাথে অভিভাবক,পরিচালক, মান্যবর, উস্তাদ, শিক্ষক ইত্যাদি শব্দমালার যোগ হয় ।

**প্রথম হাদিস শরীফঃ**

**عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ قَالَتْ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ لِنُبَايِعَهُ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ جِئْنَا لِنُبَايِعَكَ عَلَى أَنْ لاَ نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا،وَلاَ نَسْرِقَ،وَلاَ نَزْنِيْ ،وَلاَ نَقْتُلَ أَوْلاَدَنَا ، وَلاَ نَأْتِي بِبُهْتَانٍ نَفْتَرِيْهِ بَيْنَ أَيْدِيْنَا وَأَرْجُلِنَا ،وَلاَ نَعْصِيَكَ فِي مَعْرُوْفٍ قَالَتْ**

فَقَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم:"فِيْمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَ اَطَقْتُنَّ قَالَتْ قُلْنَا اَللهُ وَ رَسُوْلُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنْ اَ نْفُسِنَا بَايِعْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ اذْهَبْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ ، إِنَّمَا قَوْلِي لِمِئَةِ إِمْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِإِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَتْ ، وَ لَمْ يُصَافِحْ رسول الله صلي الله عليه وسلم مِنَا إِمْرَأَةٌ- مسند أحمد

**(27649) অর্থঃ-উমায়মাতা বিনতি রুকাইকা** (রাদিআল্লাহ আনহা) **থেকে** বর্ণিত (তিনি বলেন), আমি মুসলিম মহিলাদের সাথে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করতে (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ হতে) আসলাম । আমরা বললাম ইয়া রাসুলাল্লাহি, আমরা এই বিষয়ের উপর بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করতে (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ হতে) আসলাম যে, আমরা আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার করব না, চুরি করব না, যিনা বা ভ্যাবিচার করব না, আমরা আমাদের সন্তানদের হত্যা করব না, জারজ সন্তানকে স্বামীর ঔরস থেকে আপন সন্তান বলে মিথ্যা করব না এবং ভাল কাজে আপনার অবাধ্যতা হবনা, তিনি(**উমায়মাতা বিনতি রুকাইকা** রাদিআল্লাহ আনহা ) বললেন : রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন " যতটুকু তোমরা পার ও সামর্থ্য রাখো" । তিনি(**উমায়মাতা বিনতি রুকাইকা** রাদিআল্লাহ আনহা ) বললেন, আমরা বললাম, "আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল আমাদের বেলায় আমাদের জীবনের চেয়ে বেশী দয়াশীল", ইয়া রাসুলাল্লাহি, আপনি আমাদেরকে بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করে নিন (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করে নিন)। তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন, যাও, আমি তোমাদেরকে আমাদেরকে بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করে নিলাম (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করে নিলাম), "নিশ্চয়ই একজন মহিলাকে আমার কথা যেমন একশত জন মহিলাকে আমার কথা তেমন" । তিনি(**উমায়মাতা বিনতি রুকাইকা** রাদিআল্লাহ আনহা ) বললেন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আমাদের কারো সাথেই মুসাফাহা করেন নি । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৭৬৪৯ ।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ أَنَّهَا قَالَتْ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم فِي نِسْوَةٍ نُبَايِعُهُ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ نُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لاَ نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا،وَلاَ نَسْرِقَ،وَلاَ نَزْنِيْ ،وَلاَ نَقْتُلَ أَوْلاَدَنَا ، وَلاَ نَأْتِي بِبُهْتَانٍ نَفْتَرِيْهِ بَيْنَ أَيْدِيْنَا وَأَرْجُلِنَا ،وَلاَ نَعْصِيْكَ فِي مَعْرُوْفٍ قَالَ:"فِيْمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَ أَطَقْتُنَّ قَالَتْ فَقُلْنَا اللهُ وَ رَسُوْلُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنَّا بِأَنْفُسِنَا هَلُمَّ نُبَايِعْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم : إِنِّي لاَ أُصَافِحُ النِّسَاءَ إِنَّمَا قَوْلِي لِمِئَةِ إِمْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِإِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ - مسند أحمد **(27650)**

**অর্থঃ-উমায়মাতা বিনতি রুকাইকা** (রাদিআল্লাহ আনহা) **থেকে** বর্ণিত (তিনি বলেন), আমি মহিলাদের সাথে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করতে (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ হতে) আসলাম । আমরা বললাম ইয়া রাসুলাল্লাহি, আমরা এই বিষয়ের উপর بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করতে (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ হতে) আসলাম যে, আমরা আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার করব না, চুরি করব না, যিনা বা ভ্যাবিচার করব না, আমরা আমাদের সন্তানদের হত্যা করব না, জারজ সন্তানকে স্বামীর ঔরস থেকে আপন সন্তান বলে মিথ্যা করব না এবং ভাল কাজে আপনার অবাধ্যতা হবনা, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন " যতটুকু তোমরা পার ও সামর্থ্য রাখো" । আমরা বললাম, "আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল আমাদের বেলায় আমাদের চেয়ে আমাদের জীবনের প্রতি বেশী দয়াশীল", ইয়া রাসুলাল্লাহি, আসুন! আপনি আমাদেরকে (হাতে হাতে) بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করে নিন (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করে নিন) । তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন, নিশ্চয় আমি মহিলাদের সাথে মুসাফাহা করি না, "নিশ্চয়ই একজন মহিলাকে আমার কথা যেমন একশত জন মহিলাকে আমার কথা তেমন" । মুসণাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৭৬৫০ ।

**তৃতীয় হাদিস শরীফঃ**

عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ أَنَّهَا قَالَتْ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم فِي نِسَاءٍ نُبَايِعُهُ فَأَخَذَ عَلَيْنَا مَا فِي الْقُرْآنِ عَلَى أَنْ لاَ نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا اَلْآيَةَ ، قَالَ:"فِيْمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَ أَطَقْتُنَّ ق قُلْنَا اللهُ وَ رَسُوْلُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ اَلاَ نُصَافِحُنَا قَالَ :إِنِّي لاَ أُصَافِحُ النِّسَاءَ

إِنَّمَا قَوْلِي لِإِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ كَقَوْلِي لِمِئَةِ إِمْرَأَةٍ - مسند أحمد (27651)

অর্থঃ-উমায়মাতা বিনতি রুকাইকা(রাদিআল্লাহ আনহা)থেকে বর্ণিত (তিনি বলেন), আমি মহিলাদের সাথে রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করতে (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ হতে) আসলাম । তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) কুরআনের এই আয়াত " عَلَى أَنْ لاَ نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا- আমরা আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার করব না " এর উপর بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করে (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করে) বললেন, " যতটুকু তোমরা পার ও সামর্থ্য রাখো" । আমরা বললাম, "আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল আমাদের বেলায় আমাদের চেয়ে আমাদের জীবনের প্রতি বেশী দয়াশীল", আমরা বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহি, আপনি আমাদের সাথে মুসাফাহা করবেন না ? তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন, নিশ্চয় আমি মহিলাদের সাথে মুসাফাহা করি না, "নিশ্চয়ই একজন মহিলাকে আমার কথা যেমন একশত জন মহিলাকে আমার কথা তেমন" । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৭৬৫১।

চতুর্থ হাদিস শরীফঃ

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم الْمَدِيْنَةَ جَمَعَ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ فِى بَيْتٍ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ فَرَدَدْنَ السَّلَامَ فَقَالَ أَنَا رَسُوْلَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِلَيْكُنَّ فَقُلْنَ : مَرْحَبًا بِرَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ بِرَسُوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ: تُبَايِعْنَ عَلَى أَنْ لَّا تُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا ، وَ لاَ تَسْرِقْنَ، وَلاَ تَزْنِيْنَ، وَلاَ تَقْتُلْنَ أَوْلاَدَكُنَّ ،وَلاَ تَأْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ تَفْتَرِيْنَهُ بَيْنَ أَيْدِيْكُنَّ وَ أَرْجُلِكُنَّ، وَلاَ تَعْصِيْنَ فِى مَعْرُوْفٍ فَقُلْنَ نَعَمْ فَمَدَّ عُمَرُ يَدَهُ مِنْ خَارِجِ الْبَابِ وَمَدَدْنَ هُنَّ اَيْدِيَهُنَّ مِنْ دَاخِلٍ، ثُمَّ قَالَ : اللّٰهُمَّ اشْهَدْ وَأَمَرَنَا أَنْ نُخْرِجَ فِى الْعِيْدَيْنِ الْعُتَّقَ وَالْحُيَّضَ وَنُهِيْنَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلاَ جُمُعَةَ عَلَيْنَا فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْبُهْتَانِ وَ عَنْ قَوْلِهِ ( وَلاَ يَعْصِيْنَكَ فِى مَعْرُوْفٍ) قَالَ : هِيَ النِّيَاحَةُ ـ مسند أحمد (27950)

অর্থঃ-উম্মু আ'তিয়া(রাদিআল্লাহ আনহা)থেকে বর্ণিত (তিনি বলেন), রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা যখন মদিনায় আগমন করলেন তখন তিনি আনসারদের মহিলাদেরকে একটি ঘরে একত্রিত করলেন, তারপর, তিনি ওমর বিন আল-খাত্তাব(রাদিআল্লাহু আনহু)কে তাদের(মহিলাদের) নিকট পাঠালেন, তিনি দরজাতে দাঁড়িয়ে তাদের(মহিলাদের)কে সালাম দিলে তারাও (মহিলারাও) সালামের প্রতি উত্তর দিলেন । অতপর, তিনি(ওমর বিন আল-খাত্তাব রাদিআল্লাহু আনহু) বললেন, আমি আপনাদের নিকট রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার রাসুল বা দূত, তারা(মহিলারা) বলল, " রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে এবং রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার রাসুল বা দূতকে মারহাবা-স্বাগতম" । তিনি(ওমর বিন আল-খাত্তাব রাদিআল্লাহু আনহু) বললেন, আপনারা এই বিষয়ের উপর بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করতে (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ হতে) আসলেন যে, আপনারা আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার করবেন না, চুরি করবেন না, যিনা বা ভ্যাবিচার করবেন না, আপনারা আপনাদের সন্তানদের হত্যা করবেন না, জারজ সন্তানকে স্বামীর ঔরস থেকে আপন সন্তান বলে মিথ্যা করবেন না এবং ভাল কাজে আপনারা অবাধ্যতা হবেন না, তারা(মহিলারা) বলল,"হা !" অতপর, ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু) তিনি তাঁর হাত দরজার বাহির থেকে প্রসারিত করলেন আর তারাও(মহিলারাও)তাদের হাত ভিতর থেকে প্রসারিত করলেন, তারপর, ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু) বললেন: হে আল্লাহ, সাক্ষী থাকুন! আর আমাদেরকে দুই ঈদে প্রথম প্রাপ্ত বয়স্ত বালিকা, স্রাবী মহিলাদেরকে বের করে দিতে আদেশ করেছেন, জানাযার অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন এবং আমাদের উপর জুমা নেই বলেছেন। উম্মু আ'তিয়া(রাদিআল্লাহ আনহা) বলেন, আমি তাঁকে (ওমর(রাদিআল্লাহু আনহু)কে " الْبُهْتَانِ এবং( وَلاَ يَعْصِيْنَكَ فِى مَعْرُوْفٍ ) " বাণীখানা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন: তা হচ্ছে النِّيَاحَةُ বা বিলাপ করে ক্রন্দন করা । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৭৯৫০। উপরোক্ত হাদিস শরীফের ভাষ্য থেকে এই কথা বুঝা গেল যে, প্রত্যেক بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ কারী (প্রচলিত ভাষায় মুরিদকারী) উস্তাদ,শিক্ষক ও পীরকে পুরুষ মুসলিমকে بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করার (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করার) পাশাপাশি মহিলা মুসলিমকে بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করাতে হবে (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করতে হবে) । ইসলামি শরীয়তের বৈধ ওজর ব্যাতীত بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ কারী (প্রচলিত ভাষায় মুরিদকারী) যে কোন উস্তাদ,শিক্ষক ও পীর মহিলা

হচ্ছে সাধারণ মুমিন মহিলাদের পর্দা ।যেমন- হাদিস শরীফে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আসমা বিনতে আবুকর (রাদিআল্লাহু আনহুমা) কে বলেনঃ- عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا) أَنَّ أَسْمَاء بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُما) دَخَلَتْ عَلَى رسول الله صلي الله عليه وسلم وَ عَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رسول الله صلي الله عليه وسلم وَقَالَ لَهَا : " يَا أَسْمَاء إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيْضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَي مِنْهَا إِلاَّ هَذَا وَهَذَا "وَ أَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفِّهِ : أبو داود -(4104)

অর্থঃ-হযরত আয়িশা (রাদিআল্লাহ আনহা ) থেকে বর্ণিত (তিনি বলেন), নিশ্চয়ই হযরত আবু বকর রাদিআল্লাহ আনহুর কন্যা আসমা পাতলা কাপড় পরিহিত অবস্থায় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট প্রবেশ করলে তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তাকে বললেন: হে আসমা ! নিশ্চয়ই কোন মহিলা ঋতুস্রাব(বালেগ) অবস্থায় উপনীত হলে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এটা (মুখ ও হাত) ছাড়া কোন অঙ্গ দেখানো সঙ্গত নহে এবং তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) তাঁর নিজের মুখ ও হাতের দিকে ইশারা করে দেখালেন। আবু দাউদ শরীফ,হাদিস শরীফ নং-৪১০৪।

এমতাবস্থায় তাদের করনীয় হচ্ছে তারা তাদের দৃষ্টি অবনত রাখবে ।মহান আল্লাহ তাআ'লা তাদের দৃষ্টি অবনত রাখার বেলায় বলেনঃ

- سورة النُّوْر(31) - وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ - অর্থঃ-এবং হে নবী! আপনি মুমিন মহিলাদেরকে বলে দিন তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে । ছুরা নূর, আয়াত নং- ৩১ ।সেই জন্যেই উপরোক্ত আয়াতের নির্দেশ মোতাবেক বেগানা মহিলার বেলায় বেগানা পুরুষের চেহারার প্রতি দৃষ্টি (উপরের দিকে) রেখে তাকানো জায়িয নয় । তাই, পুরুষ-মহিলাদের মুখ, হাত ও পা সর্বদা খোলা থাকবে বিধায় বেগানা পুরুষ-বেগানা মহিলা পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হারাম বা নিষিদ্ধ মর্মে তাদের উভয়কেই পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৃস্টিপাতের বিষয়ে দৃষ্টি অবনত রাখতে মহান আল্লাহ তাআ'লা একই সমান নির্দেশ দিয়েছেন । যেমন পুরুষদের বেলায় মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

- سورة النُّوْر(30) — قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ - অর্থঃ- হে নবী! আপনি মুমিন পুরুষদেরকে বলে দিন তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে । ছুরা নূর, আয়াত নং- ৩০ ।এই আয়াত অবতীর্ণ করে মহান আল্লাহ বেগানা পুরুষ-মহিলা পরস্পর পরস্পরের প্রতি(একে অপরের প্রতি) দৃষ্টি অবনত রাখার বিষয়ে ভারসাম্যমূলক আদেশ দিয়েছেন। উপরে বর্ণিত ছুরা

---

মুসলিমকে بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করাতে (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করতে) বিরত থাকবেন তিনি নাকিচ বা অসম্পূর্ণ উস্তাদ,শিক্ষক ও পীর বলে অভিহিত হবেন । তিনি প্রচলিত ভাষায় কামিল পীর নহেন বরং নাকিচ পীর বলে গণ্য হবেন ।وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ-ওআরাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীগণের ওআরিছ গুণসম্বলিত বা খেতাব ভুষিত প্রকৃত আলিমই হবেন একজন কামিল উস্তাদ, কামিল শিক্ষক ও কামিল পীর । তিনিই একমাত্র পুরুষ মুসলিমকে بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করার (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করার) পাশাপাশি মহিলা মুসলিমকে بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করবেন (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করবেন) ।মহান আল্লাহ তাআ'লাই ভাল জানেন । لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ । পুরুষ মুসলিমকে بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করার (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করার) পাশাপাশি মহিলা মুসলিমকে بَيْعَةُ (বাইআ'ত) বা শপথ গ্রহণ করা (প্রচলিত ভাষায় মুরিদ করা) হচ্ছে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার سُنَّةٌ (সুন্নাত) বা নিয়ম ।

নূরের ৩০ ও ৩১ নং আয়াতেই মহান আল্লাহ তাআ'লা পুরুষ-মহিলাদেরকে পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত বা তাকানোর সময় দৃষ্টি অবনত রাখতে সমপর্যায়ের আদেশ দিয়েছেন । এতে এটা প্রমাণ হয় যে, বেগানা পুরুষ বেগানা মহিলার চেহারার প্রতি আর বেগানা মহিলা বেগানা পুরুষের চেহারার প্রতি দৃষ্টি (উপরের দিকে) রেখে তাকানো হারাম বা নিষিদ্ধ । এতে এটা প্রমাণ হয়না যে, শুধু বেগানা পুরুষই বেগানা মহিলার চেহারার প্রতি দৃষ্টি (উপরের দিকে) রেখে তাকানো হারাম বা নিষিদ্ধ আর বেগানা মহিলারা বেগানা পুরুষের চেহারার প্রতি দৃষ্টি (উপরের দিকে) রেখে তাকানো জায়িয । না না, বরং বেগানা পুরুষ-বেগানা মহিলা উভয়ের জন্যই একই হুকুম । কিন্তু বর্তমান সময়ে ধর্মীয় বিষয়ে পুরুষ-মহিলা উভয়েই মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার বিভিন্ন আদেশ-নিষেধ পালন করা সত্বেও পর্দাসম্পর্কীয় দৃষ্টিপাতের অদেশখানা অল্প সংখ্যক পুরুষ-মহিলা ব্যতীত অধিকাংশ পুরুষ-মহিলাই এই নির্দেশটি মানতে প্রস্তুত নয় । তাই, পর্দা হিসেবে নয় বরং নিরাপত্তার স্বার্থে বর্তমান কালে মহিলারা তাদের মুখ, হাত ও পা ঢেকে রাখতে পারে । এটাই উত্তম ।

প্রয়োজনে মহিলাদের ঘর থেকে বের হওয়ার পালনীয় বিধানঃ

মহান আল্লাহ তাআ'লা এই ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে বলেনঃ----------

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ ـ ذَلِكَ أَدْنَ أَنْ يُّعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ - وَكَانَ اللهُ غَفُوْرًارَّحِيْمًا ـ(59) سورة الأحزاب

অর্থঃ হে নবী ! আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ [5] (Footnote) হবে । ফলে, তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না । আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । সুরা আহযাব, আয়াত নং-৫৯।

অত্র আয়াতে কারিমাতে প্রয়োজনের তাকিদে মহিলাদের নিজ ঘর থেকে বের হওয়ার পালনীয় বিধান বর্ণনা করা হয়েছে । আর তা হচ্ছে এই যে, মহিলাদের নিজ শরীরে পরিহিত চাদর পিছন দিক থেকে টেনে এনে নিজ মাথার উপর দিয়ে কপালের নীচে চক্ষুর উপর পর্যন্ত এনে ছেড়ে দেওয়া । এমতাবস্থায় মহিলাদেরকে নিজ ঘর থেকে বের হতে হবে । এইটাই মহিলাদের জন্য أَلشَّرِيْعَةُ তথা আইন । এহেন অবস্থায়ও মহিলারা তাদের দৃষ্টি নীচের দিকে অবনত রাখবে । বর্তমান কালে উপরে বর্ণিত চাদর দিয়ে ঢাকার প্রচলন মুসলিম সমাজে তেমন নেই বিধায় বোরকা,উড়না ইত্যাদি বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।পর্দাসম্পর্কীয় আলোচনা মোটমোটি সমাপ্ত হল । মহান আল্লাই তাওফিক দাতা । প্রসঙ্গক্রমে এসে যাওয়া أَلْحِجَابُ বা পর্দা

---

[5] **(Footnote)** "চেনা সহজ" কথাটির ব্যাখ্যাঃ এই সময়টি ছিল ইয়াহুদি ও মুনাফিকদের সময়কাল । তখনো أَلْحِجَابُ বা পর্দাসম্পর্কীয় আয়াত অবতীর্ন না হওয়ায় **মুসলিম রমনীরা সচরাচর স্বাভাবিকভাবেই চলা-ফেরা করত । এতে করে ইয়াহুদি ও মুনাফিকরা মুসলিম রমনীদের খুবই উত্যক্ত করত । যখন মুসলিম রমনীরা** নিজ শরীরে পরিহিত চাদর পিছন দিক থেকে টেনে এনে নিজ মাথার উপর দিয়ে কপালের নীচে চক্ষুর উপর পর্যন্ত এনে ছেড়ে দিয়ে ঘর থেকে বের হলে বুঝা যেত এরা ভদ্র ও শালীন মহিলা । أَلْحِجَابُ বা পর্দাসম্পর্কীয় আয়াত অবতীর্ন হওয়ার পর **মুসলিম রমনীরা তাই করেছেন**। এই অবস্থাটাকেই "চেনা সহজ হবে" বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে । এর ফলে তাদেরকে আর উত্যক্ত করা হয়নি । অধুনা "উত্যক্ত" শব্দটিই "ইভটিজিং" শব্দে রূপান্তরিত হয়েছে ।বর্তমানেও যদি মহিলারা পবিত্র কুরআনের উক্ত বিধানটি অসূসরণ করে তবে "ইভটিজিং" থাকবে না । মহান আল্লাহ তাআ'লাই ভাল জানেন ।

সম্পর্কে কিছুটা আলাপ সমাপ্ত হওয়ায় এখন পূনরায় " خَيْرُ الْقُرُوْن الثَّلاثَة " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) সম্পর্কে নিম্নে ৫১ পৃষ্ঠা থেকে আলোচনা শুরু করছি ।